بسم الله الرحمن الرحيم

কানাডার রিজাইনাস্থ মাহমুদ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ০৪ঠা নভেম্বর, ২০১৬ তারিখের জুমুআর খুতবা

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করে বলেন,

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ ۖ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ (সূরা আত্-তওবা: ১৮)

আলহামদুলিল্লাহ্, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, রিজাইনাকেও আল্লাহ্ তা'লা মসজিদ নির্মাণের সৌভাগ্য দান করেছেন। মাশাআল্লাহ্! মসজিদ খুবই সুন্দর হয়েছে। বর্তমানে এখানে জামাতের যে লোক সংখ্যা আর এর চারপাশে ও নিকটবর্তী এলাকায় যারা বসবাস করছে তাদেরকে মিলিয়ে মোট সংখ্যা প্রায় ১৬০ জন। আর এই মসজিদের ধারণ ক্ষমতা যা বলা হয়েছে তা হলো, মসজিদের হলরুমে ৪০০ ব্যক্তি নামায পড়তে পারে, এছাড়া প্রয়োজনে কমন এরিয়াতে আরও ১০০ ব্যক্তির সংকুলান হওয়া সম্ভব। এক কথায় জামাতের এখনকার সংখ্যার নিরিখে প্রয়োজনের তুলনায় বর্তমানে এই মসজিদ প্রায় তিন গুণ বড়। আমাকে জানানো হয়েছে, এর ব্যয়ভারও স্থানীয় জামাতই বহন করেছে বা বহনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, বরং অর্থের দিক থেকে নগদে মোট যে খরচ হয়েছে তারও প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বহনের দায়িত্ব দুই ব্যক্তি নিয়েছেন যাদের একজন হলেন আমাদের শহীদ ডাক্তার শামসুল হক সাহেবের বিধবা স্ত্রী। অর্থের দিক থেকে 'নগদ' যে শব্দটি আমি ব্যবহার করলাম এর কারণ হলো, যখন আমরা মসজিদের নির্মাণ কাজে হাত দেয়ার পর্যায়ে পৌঁছি আর কন্ট্রাক্টরদের সাথে যোগাযোগ করা হয় তখন সর্বনিম্ন যে টেন্ডার বা কোটেশন এসেছে, তাতে নির্মাণ ব্যয় বলা হয়েছে ২.৮ মিলিয়ন ডলার, আর এর সাথে আনুষঙ্গিক খরচাদি মিলিয়ে প্রায় ৩.৫ মিলিয়ন অর্থাৎ সাড়ে তিন মিলিয়ন ডলার পর্যন্ত খরচ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু মসজিদের নির্মাণ এবং তা সম্পূর্ণ করার জন্য খরচ হয়েছে ১.৬ মিলিয়ন ডলার। এখন এক বস্তুবাদী মানুষ এটি শুনে বিস্মিত হবে কেননা কিভাবে এটি হতে পারে যে, ঠিকাদারদের নূন্যতম বা সর্বনিম্ন টেন্ডারেরও অর্ধেক খরচে মসজিদের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। নিঃসন্দেহে এক বস্তুবাদী মানুষ এটি ধারণাই করতে পারে না কেননা সে জানে না যে, কুরবানী কাকে বলে, আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামাত কুরবানীর কী উন্নত মান প্রতিষ্ঠা করেছে। প্রাণ, সম্পদ এবং সময় উৎসর্গ করার দৃষ্টান্তও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামাতেই পাওয়া যায়। সর্বত্র এটিই আহমদীয়া জামাতের বৈশিষ্ট্য, তা পাকিস্তানের আহমদীই হোক যারা প্রাণ এবং সম্পদের ত্যাগ স্বীকার করছে, বা আফ্রিকার আহমদীই হোক যাদের কাছে সম্পদ না থাকলেও সময়ের কুরবানীর মাধ্যমে বা নিজের যা কিছু আছে তা-ই

মসজিদ এবং জামাতী কাজের জন্য দান করার মাধ্যমে নিজেদের কুরবানী উপস্থাপন করে থাকে, অথবা ইন্দোনেশিয়ার আহমদীই হোক বা ইউরোপে বসবাসকারী আহমদীই হোক না কেন কিংবা কানাডার আহমদী হোক যারা এখানে বসবাস করছে, অথবা পৃথিবীর যে কোন অঞ্চলের আহমদীই হোক না কেন, খোদা তা'লা তাদেরকে কুরবানীর তৌফিক দিয়ে থাকেন কেননা খোদার সন্তুষ্টিকেই তারা নিজেদের লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করে নিয়েছে। এই মসজিদ নির্মাণের ক্ষেত্রে জামাতের সম্পদের অর্ধেকেরও অধিক যে সাশ্রয় করা হয়েছে সে সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, নির্মাণ কাজের সাথে সম্পৃক্ত সিস্কাটনের তিন ভাই স্বেচ্ছাসেবা মূলকভাবে এখানে নিজেদের সেবা দিয়েছেন বা খিদমত করেছেন আর এভাবে জামাতের অর্থ সাশ্রয় করেছেন। অনুরূপভাবে অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবীরাও এতে যোগ দিয়েছেন। কন্ট্রাক্টর এই তিন ভাই চতুর্থ আর একজন কন্ট্রাক্টরের সাহায্যও পেয়েছেন, যাকে হয়তো আল্লাহ্ তা'লা এই কাজের জন্যই টরেন্টো থেকে এখানে পাঠিয়েছিলেন যেখানে তার কাজ শেষ হলে তিনি এখানে চলে আসেন। যাহোক, তারা সবাই সম্মিলিতভাবে এই কাজ করেছেন। এছাড়া অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবীও রয়েছেন, যাদের মাঝে রিজাইনা-র স্থানীয় আহমদীরা রয়েছে। এছাড়া সিস্কাটন, ক্যালগেরি, এডমিন্টন এবং টরেন্টো থেকেও লোকজন এসেছেন যাদের মাঝে খোদ্দাম এবং আনসার উভয়ই রয়েছে। আর কেবল সেই কাজ ব্যতিরেকে, যে কাজের জন্য জামাতে পেশাদারী দক্ষ জনবল নেই, বাকি সব কাজই এসব কন্ট্রাক্টর ও স্বেচ্ছাসেবীরা নিজ থেকেই করেছে। এখন একজন বস্তুবাদী কন্ট্রাক্টর এটি ভাবতেও পারে না কিন্তু এরা নিজেদের পয়সা এবং সময়ের প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপ করেনি। অনুরূপভাবে লাজনাও আর্থিক কুরবানীর পাশাপাশি এসব রেযাকার বা স্বেচ্ছাসেবীদের খাবারের ব্যবস্থা করায়, সেবা প্রদানের কারণে এই নির্মাণ কাজে তারাও ভূমিকা রেখেছেন আর এভাবে এতে তাদেরও অংশগ্রহণ রয়েছে। আমাকে বলা হয়েছে যে, এই মসজিদ নির্মাণের জন্য স্বেচ্ছাসেবীরা প্রায় সাড়ে এক চল্লিশ হাজার ঘন্টা শ্রমসেবা দান করেছেন। দৈনিক আট ঘন্টা আর সপ্তাহে পাঁচ দিন, কাজের এই রুটিন সময় এখানে দেখা হয়নি। আমার মনে হয়, অনেকে হয়তো দিনরাতই কাজ করেছেন আর সাত দিন ধরেই কাজ করেছেন, তখন বাঁধা-ধরা কাজের সময়ের প্রতি তাদের দৃষ্টি ছিল না। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে আমি যেমনটি বলেছি, কুরবানীর এই প্রেরণা বা চেতনা আহমদীদের মাঝে সর্বত্র দেখা যায়। একদিকে কতিপয় মুসলমান পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টিতে রত এবং ব্যতিব্যস্ত আর অপরদিকে পৃথিবীর উন্নত এবং জাগতিক ক্ষেত্রে অগ্রগামী দেশ সমূহে বসবাসকারী আহমদী মুসলমানরা আল্লাহ্‌র ঘর নির্মাণে নিজেদের অর্থ-সম্পদ এবং সময় ব্যয় করছেন, কেননা মহানবী (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি খোদার ঘর নির্মাণ করে সে জান্নাতে নিজের জন্য ঘর প্রস্তুত করে নেয়। এর কারণ হলো এ যুগের ইমাম এবং মহানবী (সা.)-এর নিবেদিত প্রাণ দাস তাঁর অনুসারীদেরকে বলেছেন, তোমরা ইসলামের অনিন্দ্য-সুন্দর শিক্ষাকে পৃথিবীতে বিস্তৃত করার জন্য এবং ইসলামের প্রকৃত ও আকর্ষণীয় চিত্র তুলে ধরার জন্য মসজিদ নির্মাণ কর।

অতএব এসব মসজিদ নির্মাণের পেছনে যে কুরবানী রয়েছে এর উদ্দেশ্য হলো একদিকে খোদার সন্তুষ্টি অর্জন আর অপরদিকে ইসলাম সম্পর্কে সমস্ত ভ্রান্ত ধারণা এবং দৃষ্টিভঙ্গী পৃথিবীবাসীর মাথা থেকে বের করে দেয়া এবং তাদেরকে এই নিশ্চয়তা প্রদান করা যে, মুসলমানদের মসজিদ এবং ইসলামের শিক্ষা পৃথিবীতে নৈরাজ্য এবং ধ্বংসযজ্ঞের কারণ নয় বরং তা ইহ ও পরকালে কল্যাণ লাভের কারণ, মানবহৃদয়ে খোদাপ্রেম প্রতিষ্ঠা এবং খোদার প্রাপ্য অধিকার প্রদান এবং খোদার সৃষ্টিকে ভালোবাসা এবং তাদের প্রাপ্য তাদেরকে প্রদানের মাধ্যম। এই মসজিদ নির্মাণের মাধ্যমে কানাডা জামাত প্রথমবার যে সম্মানজনক অবস্থান লাভ করেছে তা হলো, আহমদী স্বেচ্ছাসেবীরা মসজিদের বেশিরভাগ কাজ নিজেরা করে জামাতের অর্থ সাশ্রয় করেছেন। এভাবে পৃথিবীর অন্যত্রও কাজ হয়ে থাকে, তবে এখানে এমনটি হয়েছে প্রথমবার। খোদা তা'লা সেই সকল ত্যাগী মানুষ, যারা সময়ের কুরবানী করুন বা অর্থের, যাদের মাঝে রয়েছেন পুরুষ এবং মহিলারাও, বড় বড় অংক যারা দিয়েছেন বা দেয়ার ওয়াদা করেছেন, আল্লাহ্ তা'লা তাদের সবাইকে পুরস্কৃত করুন এবং তাদের ধন ও জনসম্পদে অশেষ বরকত দিন। সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত, মসজিদ আমাদের তরবিয়্যত বা সুশিক্ষা এবং তবলীগের জন্যও খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তাই আমি আমীর সাহেবকে বলেছিলাম যে, ছোট ছোট মসজিদ নির্মাণ করে হলেও সব জামাতে মসজিদ বানানোর চেষ্টা করুন। তিনি আমাকে বলেছেন, 'এখন আমরা সেই পরিকল্পনাই হাতে নিয়েছি আর আমাদের চেষ্টাও তাই যে, ছোট ছোট মসজিদ নির্মিত হোক এবং ব্যাপক সংখ্যায় নির্মাণ করা হোক'। সেইসাথে আমি এটিও বলতে চাই যে, আমরা ছোট ছোট মসজিদ নির্মাণের পরিকল্পনা যদিও হাতে নিয়েছি তাসত্ত্বেও স্বল্পতম সময়ে সর্বত্র মসজিদ নির্মাণের সামর্থ্যও আমাদের নেই। অতএব স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে মসজিদ নির্মাণের ক্ষেত্রে যেই কাজ আপনারা আরম্ভ করেছেন এটি এক উত্তম ঐতিহ্য, যা আপনারা প্রতিষ্ঠা করেছেন। এখন এটিকে ধরে রাখা উচিত আর অর্থ সাশ্রয়ের চেষ্টা যতটা সম্ভব সর্বদাই থাকা উচিত। মসজিদ নির্মাণের গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে এক জায়গায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, আমাদের জামাতের এখন মসজিদের খুবই প্রয়োজন রয়েছে। মসজিদ খোদার ঘর। যেই শহর বা গ্রামে আমাদের মসজিদ নির্মিত হয়, নিশ্চিত হতে পার যে, সেখানে জামাতের উন্নতির ভিত রচিত হলো। যদি এমন কোন শহর বা গ্রাম থাকে যেখানে মুসলমানদের সংখ্যা কম বা শূন্য, আর সেখানে যদি তোমরা ইসলামের উন্নতি চাও তাহলে একটি মসজিদ সেই স্থানে বানিয়ে দেয়া উচিত আর এর ফলে আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং মুসলমানদেরকে টেনে আনবেন। কিন্তু শর্ত আছে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যে শর্ত উল্লেখ করেছেন তা নিজেদের সামনে রাখতে হবে। তিনি (আ.) বলেন, তবে শর্ত হলো মসজিদ নির্মাণের পেছনে নিয়্যত বিশুদ্ধ ও পবিত্র হওয়া চাই। শুধু খোদার সন্তুষ্টির জন্য তা করা উচিত। প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা বা অন্য কোন উদ্দেশ্য যেন এর পেছনে না থাকে তাহলেই খোদা তা'লা তাতে কল্যাণ দান করবেন।

অতএব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পবিত্র আকাঙ্খা বাস্তবায়নের জন্য আমাদের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু একই সাথে সেই শর্তের প্রতিও সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে, যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বর্ণনা করেছেন, আন্তরিকতা থাকতে হবে, আবেগ-উচ্ছাস যেন কেবল সাময়িক না থাকে। শুধুই সুন্দর মসজিদ নির্মাণ যেন উদ্দেশ্য না হয় বরং এর লক্ষ্য বাস্তবায়নের প্রয়োজনও রয়েছে। শুধু নাম কামানো এবং খ্যাতি পাওয়ার উদ্দেশ্যে যেন মসজিদ নির্মাণ করা না হয়। কেবল এটি বলার জন্য যেন মসজিদ নির্মিত না হয় যে, এত বড় অংকের টাকা আর্থিক কুরবানী করেছি বা এত ঘন্টা বেশি কাজ করেছি, বা কোন প্রতিযোগিতার মানসে মসজিদ নির্মিত হওয়া উচিত নয়। মসজিদ সম্পূর্ণভাবে খোদার সন্তুষ্টির জন্য নির্মিত হওয়া উচিত। পূর্বে আমি যেমনটি উল্লেখ করেছি, এই তিন ভাই এবং চতুর্থ কন্ট্রাক্টর যিনি এসে তাদের সাথে যোগ দিয়েছিলেন এবং নির্মাণ কাজে ভূমিকা বেশি রেখেছেন, গতকাল তারা সবাই আমার সাথে সাক্ষাতও করেছেন। অত্যন্ত আনন্দিত ছিলেন তারা, আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে এই পুণ্য কর্মে অবদান রাখার তৌফিক দিয়েছেন। এখন আল্লাহ্ তা'লার ফযলে বড় বড় কিছু ঠিকাদারী কাজও তারা পেয়ে গেছেন। আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে কখনও খালি হাতে ফেরান না। কখনও দ্রুত আবার কখনও বিলম্বে হলেও প্রতিদান দিয়ে থাকেন। এই ভাইদের একজনের নাম হলো মনসূর সাহেব। তিনি লিখেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পাওয়া এক যুবক, যে আমাদের সাথে কাজ করতো, প্রথমদিকে এখানে এসে কাজ করতে সে অস্বীকার করে, কিন্তু পরে স্বপ্নে দেখে যে, তাকে বলা হচ্ছে, 'মসজিদ নির্মাণের জন্য ঠিকাদারদের তোমার প্রয়োজন রয়েছে'। অতএব সে নিজেই যোগাযোগ করে আর এখানে এসে কাজ আরম্ভ করে দেয়। সেই কাজ করা কালে তার আর্থিক অবস্থারও অবনতি হয়। একদিন তার স্ত্রী বলেন যে, এখন ঘর চালানোর মত অর্থও অবশিষ্ট নেই। তখন আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে যেভাবে স্বীয় দানে ভূষিত করেছেন তা হলো, সেদিন বা পরের দিন খুব সম্ভব ট্যাক্স-ক্রেডিট কর্তৃপক্ষ কিছু পরিমাণ অর্থ তাকে দিয়ে বলে, এগুলো তোমার প্রাপ্য ছিল। এভাবে কিছু অর্থ-কড়ি তার কাছে আসে। আবার চাইল্ড বেনিফিট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকেও কিছু অর্থ আসে, আর এভাবে প্রায় ১৩/১৪ হাজার ডলার তার হস্তগত হয়। অতএব নিয়্যত নেক হতে হবে, তাহলে খোদা তা'লাও স্বীয় দানে ভূষিত করেন।

খোদা তা'লার অপার কৃপায় আফ্রিকায় অনেকেই এমন আছে যারা বড় বড় মসজিদ নির্মাণ করে জামাতের হাতে তুলে দেয়। আমার মনে আছে, ঘানায় যখন আমি ছিলাম তখন টোমালে নামের একটি শহর, যেখানে কিছুদিন অবস্থান করেছিলাম। সেই শহরে আমাদের ছোট্ট একটি মসজিদ, যা ছিল কাঁচা ইট দ্বারা নির্মিত, আর এর ভেতরে ও বাইরে প্লাস্টার করে সেটিকে মজবুত করার চেষ্টা করা হয়েছিল। খিলাফত লাভের পর প্রথমবার যখন ঘানা সফরে গিয়েছি তখন আমি টোমালে শহরেও যাই। আর সেখানে গিয়ে দেখি অনেক বড় একটি দো'তলা মসজিদ রয়েছে যা আপনাদের এই মসজিদের প্রায় তিন গুণ বড় হবে। আর তার সাথেই রয়েছে বিভিন্ন অফিসও । আমাকে বলা হয়, আমাদের এক আহমদী বন্ধু এই মসজিদ নির্মাণের পুরো ব্যয়ভার বহন করেছেন। আর আমি এটিও

জানি যে, তার জন্য এই কাজ খুব সহজ ছিল না। তিন-চার বছরে তিনি এই পুরো অংক আদায় করেছেন। কিন্তু যাহোক তিনি বলেছেন যে, 'সবকিছু আমি করব' আর তিনি তা করেছেনও। অতএব, এই যে প্রকৃতি আর বৈশিষ্ট্য, যেমনটি আমি বলেছি, এটি সর্বত্র আহমদীদেরই বৈশিষ্ট্য, আর তা রয়েছে একজন আফ্রিকান আহমদীর মাঝেও। আমরা সাধারণত মনে করি, আফ্রিকান মানুষ দারিদ্র্যের কারণে হয়তো লোভী হবে, কিন্তু তাদের হাতে অর্থ আসলে কুরবানীর যেই মান তারা প্রতিষ্ঠা করেন তেমনটা খুব কমই দেখা যায়। অবশ্য আহমদীদের মাঝে সর্বত্রই খোদার গৃহ নির্মাণ এবং এর জন্য ত্যাগ স্বীকার করার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। পাকিস্তানে আমরা মসজিদ নির্মাণ করতে পারি না। মানুষ অনেক সময় অত্যন্ত ব্যকুল হয়ে আমাকে লিখে, দোয়া করুন আমরা যেন মসজিদ নির্মাণ করতে পারি, মসজিদ তো আইনের কারণে আমরা নির্মাণ করতে পারছি না, অন্তত পক্ষে একটি হলও যদি আমাদের হস্তগত হতো যেখানে একত্রিত হয়ে নামায পড়া যেতে পারে। মিনার এবং গম্বুজ তো দূরের কথা, মসজিদের জন্য সাধারণ মেহরাবও বানানো যায় না যে, একটি কক্ষের মত করে বানিয়ে সামনে মেহরাব দিয়ে দেয়া হবে। বরং কোন কোন স্থানে এত কঠোরতা রয়েছে যে, কিবলামুখী কোন ভবনই আমরা বানাতে পারছি না। কিন্তু বহির্বিশ্বে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে স্বীয় দানে এমনভাবে ভূষিত করছেন যে, খোদার এই দান আমাদের কল্পনা এবং প্রচেষ্টার বহু উর্ধ্বে এবং তিনি আমাদেরকে মসজিদ নির্মানের তৌফিক দান করে চলেছেন। অতএব খোদার এই কৃপাবারি দেখে আমরা কৃতজ্ঞতার চেতনায় সমৃদ্ধ। অনুরূপভাবে আজ এখানে বসবাসকারীদেরও খোদার কৃতজ্ঞতায় অগ্রগামী হওয়ার চেষ্টা করা উচিত কেননা আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে একটি মসজিদ দান করেছেন। এমন একটি ঘর তাদেরকে দিয়েছেন যা খোদার ঘর আর এ ঘর নির্মিত হয়েছে এক-অদ্বিতীয় খোদার ইবাদতের জন্য। নিঃসন্দেহে এটি খোদার ঘর কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা নিজের স্বার্থে এই গৃহ নির্মাণ করেননি। এই গৃহের কারণে উপকৃত হচ্ছে এবং হয় তারাই, যারা এই মসজিদে আসে। অতএব, এটি খোদা তা'লার অনেক বড় একটি অনুগ্রহ যার জন্য যতই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হোক তা অপ্রতুলই। আর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের যে রীতি আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে শিখিয়েছেন তা সেই আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যা আমি তিলাওয়াত করেছি। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আয়াতের অনুবাদ হল-

আল্লাহ্‌র মসজিদ শুধু তারাই আবাদ করে যারা আল্লাহ্‌র সত্তায় এবং পরকালের প্রতি ঈমান আনে, নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করে না। অতএব অচিরেই এমন মানুষ হেদায়াতপ্রাপ্তদের মাঝে গণ্য হবে। (সূরা আত্-তওবা: ১৮)

অতএব খোদা তা'লা এবং পরকালের প্রতি ঈমান, যা মুমিন এবং মুসলমান হওয়ার মৌলিক শর্ত, এটি তো অত্যাবশ্যকভাবে প্রয়োজনীয়। পুনরায় আল্লাহ্ তা'লা বলেন, নামায কায়েম করাও তোমাদের জন্য আবশ্যকীয়। আর নামায কায়েম করার অর্থ কী? এর অর্থ হলো নির্ধারিত সময়ে পাঁচ বেলা বাজামাত নামাযের জন্য মসজিদে আসা। নামায কায়েম করার অর্থই হলো, বাজামাত বা

জামাতবদ্ধভাবে নামায পড়া। এরপর যাকাত দেয়ার বিষয়টিও রয়েছে। যাকাত কাকে বলে? এর অর্থ হলো নিজের সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে সেটিকে পবিত্র করা। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এই কুরবানীর ক্ষেত্রে আহমদীরা অনেক অগ্রগামী, কিন্তু নামাযের জন্য যাওয়া এবং বাজামাত নামায পড়ার ক্ষেত্রে সর্বত্র অলসতা দেখা যায়। অথচ এটি মৌলিক বিষয়, এদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ হওয়া উচিত। যাকাত সম্পর্কে আমি এটিও বলতে চাই যে, সাধারণভাবে যাকাত এর অন্তর্ভুক্ত থাকা প্রত্যেক সেই ব্যক্তির জন্য আবশ্যক, যে সম্পদশালী, যার টাকা প্রধানত ব্যাংকে রয়েছে বা তার হাতে রয়েছে, আর তা বিশাল অংকের টাকা, সারা বছর যা অব্যবহৃত পড়ে থাকে। যার কাছে (নির্ধারিত পরিমাণের অধিক) স্বর্ণ বা রৌপ্য রয়েছে তাদেরও যাকাত দিতে হয়। অনেক কৃষকের জন্যও যাকাত আবশ্যক হয়ে থাকে। এরপর যাদের বড় বড় ডেইরি ফার্ম আছে তাদের জন্যও যাকাত প্রদান আবশ্যক। নর-নারী সবাই এই যাকাতের অন্তর্গত। আর এর একটি নির্ধারিত হার রয়েছে যা মহানবী (সা.)-এর যুগে তিনিই নির্ধারণ করেছেন। অনুরূপভাবে যাকাতের প্রেক্ষাপটে বিশেষভাবে আমি এটিও বলতে চাই যে, মহিলাদের এদিকে বিশেষ ভাবে দৃষ্টি দেয়া উচিত, এখানে এসে সচ্ছলতা লাভের কারণে তাদের কাছে অনেক স্বর্ণের গহনা থাকে। আমি প্রায় সময় দেখেছি বড় এবং ছোট বয়সের মহিলারা স্বর্ণের ভারি-ভারি বালা এবং চুড়ি পরে রাখেন। নিঃসন্দেহে পরুন কেননা এটি সৌন্দর্য্য এবং আল্লাহ্ তা'লা তা বৈধ আখ্যা দিয়েছেন কিন্তু এর ওপর যাকাত দেয়াও আবশ্যক।

এরপর যাকাতের ক্ষেত্রে, সম্পদ পবিত্র করার ক্ষেত্রে প্রত্যেক সেই চাঁদাও অন্তর্গত যা খোদার ধর্মের প্রচার এবং এর সাথে সম্পৃক্ত কর্মকান্ডে ব্যয় হয় এবং বান্দার অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যয় হয়ে থাকে। এখন আল্লাহ্ তা'লার ফযলে একমাত্র আহমদীয়া জামাত-ই ধর্ম প্রচারের জন্য খরচ করছে যেমন: মসজিদ নিমার্ণ, মিশন হাউজ নির্মাণ, এছাড়া রয়েছে মুবাল্লিগদের ব্যবস্থাপনা, স্কুল বা হাসপাতাল রয়েছে। পুনরায় আল্লাহ্ তা'লা বলেন, যাকাতের কথা বলার পর পরবর্তী যে কথা বলা হয়েছে তা হলো, আল্লাহ্‌র পবিত্র সত্তা ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করবে না। যদি খোদা-ভীতি থাকে তাহলে মানুষ অনেক পাপ এড়িয়ে চলতে পারে, এসব দেশে স্বাধীনতার নামে যেসব ব্যাধি রয়েছে তা এড়িয়ে চলতে পারে। স্মরণ রাখা উচিত, হৃদয়ে খোদা-ভীতি সৃষ্টি হওয়া একান্ত আবশ্যক আর খোদা-ভীতির নামই তাকওয়া। কুরআন শরীফে তাকওয়া সম্পর্কে বহু আয়াত রয়েছে যেখানে আমাদের জন্য বিভিন্ন আদেশ-নিষেধ রয়েছে। অতএব, এসব কথার ওপর যদি আমল করা হয় তবে নিশ্চিত হতে পারেন যে, খোদার দৃষ্টিতে আপনি হিদায়াতপ্রাপ্ত হিসেবে গণ্য হতে পারেন আর মসজিদ আবাদ করার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নকারী হতে পারেন। আর কর্ম এবং ঈমানের ওপর এমন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই মসজিদ নির্মাণের উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করে থাকে আর এটিই মানুষকে খোদার কৃতজ্ঞ বান্দায় পরিণত করে। নতুবা শুধু এটি নিয়ে আনন্দিত হওয়া যে, আমরা মসজিদ নির্মাণ করেছি, আর কখনও কখনও মসজিদে নামাযের জন্য আসা এবং আল্লাহ্ তা'লার চেয়ে মানুষকে যদি অধিক ভয় করা আরম্ভ হয়, জাগতিক লোভ-লিপ্সা এবং চাওয়া-পাওয়া যদি ধর্ম এবং ধর্মীয় আবশ্যিক

বিষয়াদির প্রতি উদাসীন করে দেয় তাহলে এমন ব্যক্তি সাময়িক একটি পুণ্যকর্ম বা সৎকর্ম করলেও খোদার স্থায়ী কৃপাবারি থেকে সে দূরে ছিটকে পড়বে। অতএব আল্লাহ্ তা'লা বলেন, মসজিদ প্রকৃতপক্ষে তাদের মাধ্যমেই আবাদ হয় যারা ঈমান এবং বিশ্বাসের ক্ষেত্রে দৃঢ় আর সৎকর্মের ক্ষেত্রেও যারা অগ্রগামী। এই দায়িত্ব সর্ব প্রথম জামাতের সকল পদাধিকারী এবং অঙ্গ-সংগঠনের কর্মকর্তাদের ওপর বর্তায়, আপনারা নিজেদের উপস্থিতির মাধ্যমে মসজিদকে আবাদ করা আবশ্যক করে নিন। জামাত যে সম্পদ এবং সময়ের কুরবানী দিয়েছে এর স্থায়ী পুণ্য লাভের জন্য সকল ওহদাদার এবংপ্রত্যেক আহমদীরও চেষ্টা করা উচিত যেন এখন যে মসজিদ আপনাদের মোট সংখ্যার চেয়ে তিনগুণ বড় সেটি আপনাদের জন্য ছোট হয়ে যায়। আর মসজিদ তখন ছোট হয় যখন নামাযীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায় আর জামাত বড় হয়। জামাত বড় করার জন্য তবলীগ করা জরুরী, বরং একান্ত আবশ্যক। মসজিদ নির্মাণের এই সুযোগ লাভের জন্য আল্লাহ্ তা'লার দরবারে এভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন যে, প্রকৃত ইসলাম আহমদীয়াতের বাণী এখানকার সকল স্থানীয় বসবাসকারীর কাছে পৌঁছে দিন। আর এটি খোদার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পাশাপাশি মানুষের অধিকার প্রদান করাও বটে। এটি স্থানীয় লোকদের অধিকার যেন আমরা তাদের কাছে ইসলামের প্রকৃত বাণী পৌঁছাই। তাদেরকে নোংরামি এবং অপবিত্রতা থেকে মুক্ত করুন। জগদ্বাসীকে তাদের প্রকৃত স্রষ্টা সম্পর্কে অবহিত করা হলো আমাদের দায়িত্ব। এখন পৃথিবীর সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণী জাগতিক উন্নতি, জাগতিক চাকচিক্য এবং তাতে হারিয়ে যাওয়াকেই সব কিছু মনে করে, কিন্তু তারা জানে না যে, এই ক্ষণস্থায়ী আলোর শেষে গভীর অমানিশা বিরাজমান, যাতে তারা নিমজ্জিত হবে। এই পরিস্থিতিতে জগদ্বাসীকে উজ্জ্বল পরিণামের পথ দেখানো জামাতের সদস্যদের কাজ। তাদেরকে এটি বলুন যে, এটি হলো ক্ষণস্থায়ী আলো, প্রকৃত আলো হলো তা, যার শেষ ভালো হয় আর তা আল্লাহ্‌র অধিকার প্রদানের মাধ্যমে লাভ হয়, তাঁর ইবাদত করার মাধ্যমে লাভ হয়, নিঃস্বার্থ ইবাদতের মাধ্যমে লাভ হয়। আর এটি তখনই লাভ হবে যখন আমাদের নিজেদের মাঝে ইহজগতের চেয়ে পরজগতের চিন্তা বেশি থাকবে। বিশ্ববাসীকে আমরা তখনই এটি বলতে পারব যখন আমরা নিজেদের প্রতিও সজাগ দৃষ্টি রাখব এবং নিজেদের আখিরাত বা পরকাল সম্পর্কে আমাদের চিন্তা থাকবে, কেবল তবেই আমরা বিশ্ববাসীকে আলোর পথ দেখাতে পারব। তখন আমরা ভালোবাসা এবং প্রেম-প্রীতির কেবল শ্লোগান দাতাই হব না বরং পরস্পরের প্রতি পরস্পরের অধিকার আদায়কারীও হব। আর এভাবে আমরা নিজেদের ইবাদতের মান উন্নত করব। তখন আমাদের মাঝে খোদার ভালোবাসা অর্জনের চেষ্টা থাকবে, বরং আমাদের প্রতিটি কথা ও কর্মে খোদার জন্য ভালোবাসা এবং খোদাপ্রেমের ঝর্ণা প্রবাহিত হওয়ার পাশাপাশি খোদার সৃষ্টির প্রতিও ভালোবাসার ঝর্ণা প্রবাহিত হবে। দূর থেকে যারা আমাদের দেখে এবং আমাদের শ্লোগান শুনে আমাদের কাছে আসে, যারা আমাদের মুখে ইসলামের দৃষ্টিনন্দন শিক্ষার কথা শুনে প্রভাবিত হন কাছে এসে তারা যেন এটি বলতে না পারে যে, দূর থেকে দেখলে তোমাদের যেমন মনে হতো কাছে আসলে তোমাদেরকে তেমনটা মনে হচ্ছে না। আমাদের উচিত পারলৌকিক

জান্নাত লাভের জন্য আমরা যেন এই পৃথিবীকেও নিজেদের কর্ম ও ইবাদতের মাধ্যমে জান্নাত-প্রতিম করে গড়ে তুলি। মহানবী (সা.) বলেছেন, **তোমরা যখন জান্নাতের বাগানে পায়চারি কর তখন সেখানে কিছু পানাহারও কর।** হযরত আবু হুরায়রা (রা.) সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন, অধিকাংশ হাদীস তিনিই বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! জান্নাতের বাগান কাকে বলে? তিনি (সা.) বলেন, **জান্নাতের বাগান হলো মসজিদ।** পুনরায় আমি জানতে চাইলাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! জান্নাতে পানাহার করার অর্থ কী? তিনি (সা.) বলেন, **খোদা তা'লাকে স্মরণ করা, তাঁর তাসবীহ্ (যপগাঁথা) ও তাহ্‌মীদ (প্রশংসা) করা- আলহামদুলিল্লাহ্, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্, আল্লাহু আকবার ইত্যাদি বলা এবং পাঠ করাই জান্নাতে পানাহারের নামান্তর।** অতএব নামাযের পর মসজিদে বসে আল্লাহ্‌র তাসবীহ ও তাহমীদ করা, তাঁর মহিমা কীর্তন করা, এগুলো পৃথিবীতে জান্নাতের ফল খাওয়ার নামান্তর। আর যারা এভাবে খোদার স্মরণ এবং তাঁর ইবাদতের প্রতি মনোযোগী হয়ে থাকে তারা কেবল পারলৌকিক জান্নাতের পথপানেই চেয়ে থাকে না বরং খোদার নির্দেশ অনুসরণ করে বান্দাদের অধিকার এবং প্রাপ্য প্রদানেরও চেষ্টা করে। সেইসাথে নিজেদের কর্ম বা আমলকে খোদার নির্দেশসম্মত করার চেষ্টা করে।

অতএব, তারা কতইনা সৌভাগ্যবান যারা এই পৃথিবীতেও জান্নাতের ফল খায় এবং খাওয়ায় আর পরকালেও তারা খোদার সন্তুষ্টি অর্জনকারী হবে, আর তারা সেই সকল লোকদের অন্তর্ভুক্ত, যারা খোদার সন্তুষ্টির জন্য তাকওয়ার পথে বিচরণকারী। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, কুরআন শরীফে সমস্ত আদেশ-নিষেধের চেয়ে তাকওয়া এবং সাধুতার ওপর সবচেয়ে জোরালো নির্দেশ রয়েছে। এর কারণ হলো, তাকওয়া সকল পাপ থেকে মুক্ত থাকার জন্য শক্তি জুগিয়ে থাকে আর সকল পুণ্যের দিকে ধাবিত হওয়ার জন্য গতি সঞ্চার করে। এর জন্য এতটা জোর দেয়ার পিছনে রহস্য হলো, তাকওয়া সকল ক্ষেত্রে মানুষের জন্য নিরাপত্তার রক্ষাকবচ, আর সকল নৈরাজ্য থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এটি এক 'হিসনে হাসীন' অর্থাৎ সুরক্ষিত দুর্গ। তাকওয়া অবলম্বন করলে মানুষ শয়তান থেকে পরিত্রাণ পায়। তিনি বলেন, একজন মুত্তাকী এমন অনেক বৃথা ও বাজে এবং ভয়াবহ ঝগড়া থেকে মুক্ত থাকতে পারে যাতে অন্যরা লিপ্ত হয়ে অনেক সময় ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে গিয়ে উপনীত হয়। সবার এ কথা স্মরণ রাখা উচিত যে, কুরবানী এবং ত্যাগের এই যে দৃষ্টান্ত আপনারা স্থাপন করেছেন বা করে থাকেন, সেটিকে তাকওয়ার মাধ্যমে সঞ্জীবিত রাখাও আবশ্যক, নতুবা তা হবে ক্ষণস্থায়ী কুরবানী। আমি যেমনটি বলেছি, কৃতজ্ঞতা প্রকাশের একটি ধরণ হলো তবলীগের দায়িত্ব পালন করা। কিন্তু মসজিদ নির্মাণের ফলে অনেকেই এমন হবে যাদের দৃষ্টি নিজ থেকেই মসজিদের প্রতি পড়বে, আর মসজিদ দেখে আপনাদের প্রতিও তাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হবে, এখানে বসবাসকারী আহমদীদের প্রতি তাদের মনোযোগ নিবদ্ধ হবে। আর তখন সকল আহমদীর আমল এবং তাকওয়াই হবে অন্যদের হিদায়াত লাভের কারণ। অতএব, এই যে মসজিদ, তা এখানে

বসবাসকারী সকল আহমদীর ওপর এই দায়িত্ব ন্যস্ত করছে, আর এই দায়িত্ব পালনের জন্য সব আহমদীর উত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

আমাদের জামাতের লোকদের উত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করা উচিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি আমাদের জামাতভুক্ত হয়ে ঘৃণ্য ও মন্দ দৃষ্টান্ত স্থাপন করে, আর বিশ্বাস এবং কর্মের ক্ষেত্রে দুর্বলতা দেখায়, সে যালেম বা অন্যায়কারী কেননা পুরো জামাতকে সে দুর্নাম করে আর আমাদেরকেও আপত্তির লক্ষ্যে পরিণত করে দেয়। নোংরা দৃষ্টান্তের কারণে অন্যদের মাঝে ঘৃণার সৃষ্টি হয় আর উত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন হলে মানুষ আকৃষ্ট হয়। তিনি বলেন, **আমাদের কাছে কোন কোন মানুষের পত্র আসে আর তারা লিখে যে, যদিও আমি এখন পর্যন্ত আপনার জামাতভুক্ত নই কিন্তু আপনার জামাতের কিছু মানুষের অবস্থা থেকে ধারণা করতে পারি যে, এই জামাতের শিক্ষা অবশ্যই পুণ্যভিত্তিক।**

আজও অনেকেই আমাকে লিখে, আর সাক্ষাতে কেউ কেউ বলেও থাকে যে, জামাতের সদস্যদের দেখে বুঝা যায় যে, আপনাদের শিক্ষা শান্তি, নিরাপত্তা, প্রেম-প্রীতি এবং ভালোবাসার শিক্ষা। অতএব এই আদর্শকে স্থায়ী করা, এই শিক্ষার প্রচার করা এবং সেটিকে নিজেদের কর্মে স্থায়ী আচরণে রূপায়িত করা প্রত্যেক আহমদীর জন্য আবশ্যক। পুনরায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লাও মানুষের আমল বা কর্মের একটি দিনপত্রী প্রস্তুত করেন যাতে মানুষের দৈনিক কর্মকাণ্ড লিপিবদ্ধ করা হয়। অতএব, মানুষেরও নিজের অবস্থার একটি দিনলিপি প্রস্তুত করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা তো করেনই কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তি বা মু'মিনেরও স্বয়ং নিজের আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত বা নিজের দৈনিক কর্মকাণ্ডের ডায়রী লেখা উচিত আর এটি দেখা উচিত যে, আমি কি কি ভালো কাজ করেছি আর কি কি মন্দ কাজ করেছি। তিনি বলেন, মানুষেরও নিজের অবস্থার একটি দিনপত্রী প্রস্তুত করা উচিত এবং সেটি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা উচিত। শুধু লেখাই যথেষ্ট নয় বরং সেটি নিয়ে চিন্তা করা উচিত যে, পুণ্যের ক্ষেত্রে কতটা অগ্রসর হয়েছে। মানুষকে এটি ভাবতে হবে বা বিশ্লেষণ করতে হবে যে, পুণ্যে কতটা অগ্রসর হয়েছি, গতকাল যেখানে ছিলাম আজ তার চেয়ে অগ্রসর হয়েছি কি না। তিনি বলেন, মানুষের আজ এবং আগামীকাল সমান হওয়া উচিত নয়। পুণ্যে উন্নতির ক্ষেত্রে কারও আজ এবং আগামীকাল যদি সমান হয় তাহলে সে ক্ষতিগ্রস্ত। এটি নিয়ে আনন্দিত হবেন না যে, গতকাল পুণ্যের যে মানে ছিলাম আজও সেই মানে উপনীত রয়েছি, বরং তিনি (আ.) বলেন, **গতকালের চেয়ে পুণ্যের ক্ষেত্রে আজ তোমার এগিয়ে যাওয়া উচিত, যদি তা না হয় তাহলে নিশ্চিত জেনো যে, তুমি লাভ নয় বরং ক্ষতির মাঝে রয়েছো।** তিনি বলেন, **মানুষ যদি খোদার মান্যকারী এবং তাঁর সত্তায় পূর্ণ বিশ্বাসী হয়ে থাকে তাহলে তাকে কখনও ধ্বংস করা হয় না, বরং সেই একজনের কারণে লক্ষ প্রাণ রক্ষা করা হয়।** অতএব আজ পৃথিবীকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব হলো আহমদীদের। কিন্তু এর জন্য শর্ত হলো পুণ্যের ক্ষেত্রে আমাদের অগ্রসর হওয়া। তিনি বলেন, এক ব্যক্তির কারণে লক্ষ প্রাণ রক্ষা করা হয়। কাজেই সব আহমদীর ওপর পৃথিবীকে রক্ষা করার অনেক বড় এই দায়িত্ব বর্তায়। যে পৃথিবী খোদা তা'লাকে ভুলে যাচ্ছে, আমাদের দায়িত্ব হলো

সেই পৃথিবীকে রক্ষা করা। নৈতিক বা চারিত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে কিছু মানুষ ভালো হলেও, কেউ কেউ বলে থাকে যে, ধর্ম মেনে লাভ কী, আমরা তো নৈতিক এবং চারিত্রিক ক্ষেত্রে উন্নত মানে উপনীত, কিছু মানুষ এমন আছে যাদের দৈনন্দিন স্বভাব-চরিত্র অবশ্যই ভালো, কারও অধিকারকে তারা পদদলিত করে না বা খর্ব করে না, কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্বাধীনতার নামে নৈতিক বা চারিত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে এরা দেউলিয়া হয়ে গেছে, আর আইনের নিরাপত্তাও তাদের পক্ষে রয়েছে। পৃথিবী আল্লাহ্ তা'লাকে সম্পূর্ণভাবে ভুলে গেছে। এমন পরিস্থিতিতে আমরা যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করেছি, আমরাও যদি আমাদের মূল্যবোধ হারিয়ে, খোদা তা'লাকে ভুলে গিয়ে, ইসলামী চারিত্রিক এবং নৈতিক শিক্ষাকে ভুলে গিয়ে পৃথিবীর অন্ধ অনুকরণ করি তাহলে পৃথিবীর সংশোধন কে করবে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে খোদার যে প্রতিশ্রুতি রয়েছে তা নিঃসন্দেহে পূর্ণ হবে, অন্য জাতি সেই স্থান নিবে, কিন্তু কোথাও এমন যেন না হয় যে, আমরা তা থেকে বঞ্চিত থেকে যাই। অতএব যেভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, আজও প্রত্যেক আহমদীর আত্মজিজ্ঞাসা এবং আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত যেন আমরা নিজেদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারি। শুধু এই মর্মে আনন্দিত হবেন না যে, মসজিদ নির্মাণ করেছি। আমাদের লক্ষ্য তো এটি হওয়া উচিত যে, খোদার সামনে সিজদাকারী এবং মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পতাকাতলে আশ্রয় গ্রহণকারীদের সংখ্যা আমাদের বৃদ্ধি করতে হবে, আর এটি ততক্ষণ সম্ভব নয় যতক্ষণ আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ সামনে অগ্রসরমান না থাকবে এবং আমাদের প্রত্যেকে যতক্ষণ পর্যন্ত আপন-পর সকলের জন্য আদর্শ না হবে। আমাদের কেউ যেন অন্যকে দুঃখ না দেয়, বরং আপন-পর সবার প্রাপ্যপ্রদানকারী হয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, তোমাদের উচিত তোমরা যেন নিজের জন্য, নিজের সন্তান-সন্ততি, স্ত্রী, আত্মীয়স্বজন এবং আমাদের জন্যও রহমতের কারণ হয়ে যাও। কোন ভাবেই বিরোধীদেরকে আপত্তি করার সুযোগ দেয়া উচিত নয়। সুতরাং আমাদের প্রত্যেকের হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এই বেদনাকে অনুভব করা উচিত আর নিজেদের সেই দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা উচিত যা জামাতের জন্য এবং মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জন্য সুনামের কারণ হয়। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর তৌফিক দান করুন। আমাদের আগামীকাল যেন আজ থেকে উত্তম হয়, আমাদের সন্তান-সন্ততি এবং আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যেন এটি বুঝতে পারে যে, আমাদের পিতা-মাতা যে ত্যাগ স্বীকার করেছেন, যে মসজিদ নির্মাণ করেছেন, তবলীগের যে কাজ করেছেন আর সন্তান-সন্ততিকে ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেয়ার যে নসীহত করেছেন সেটিই প্রকৃত সম্পদ, যা তারা তাদের জন্য রেখে গেছেন। এরপর পরবর্তী প্রজন্ম, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মন-মস্তিষ্কে যেন এই প্রেরণা এবং চেতনা সঞ্চার করে, আর আল্লাহ্ তা'লা করুন এই ধারা যেন এভাবেই অব্যাহত থাকে। আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মও যেন খোদার কৃপাবারি লাভ করতে থাকে। আল্লাহ্ করুন, এমনটিই যেন হয়। (আমীন)

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনূদিত।